সূচীপত্র

শিরোনাম			পৃষ্ঠা

অধ্যায় ঃ তাহারাত -৫

পরিচ্ছেদ	ঃ	উযূ ভংগের কারণসমূহ	৮.
পরিচ্ছেদ	ঃ	গোসল	১৩.
প্রথম অনুচ্ছেদ	ঃ	পানি	১৬.
পরিচ্ছেদ	ঃ	কুয়ার মাসআলা	২২
পরিচ্ছেদ	ঃ	উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি	২৬
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	ঃ	তায়াম্মুম	৩০.
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	ঃ	মোজার উপর মাস্হ	৩৭.
চতুর্থ অনুচ্ছেদ	ঃ	হায়য ও ইসতিহাযা	৪২.
পরিচ্ছেদ	ঃ	মুসতাহাযা	৪৬.
পরিচ্ছেদ	ঃ	নিফাস সম্বন্ধে	৪৭.
পঞ্চম অনুচ্ছেদ	ঃ	বিভিন্ন নাজাসাত ও তা থেকে পবিত্রতা অর্জন	৪৯
পরিচ্ছেদ	ঃ	ইসতিনজা	৫৫

অধ্যায় ঃ সালাত - ৫৭

প্রথম অনুচ্ছেদ	ঃ	সালাতের সময়সমূহ	৫৯.
পরিচ্ছেদ	ঃ	সালাতের মুসতাহাব ওয়াক্ত	৬১
পরিচ্ছেদ	ঃ	সালাতের মাকরূহ ওয়াক্ত	৬২
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ	ঃ	আযান	৬৫.
তৃতীয় অনুচ্ছেদ	ঃ	সালাতের পূর্ববর্তী শর্তসমূহ	৭০
চতুর্থ অনুচ্ছেদ	ঃ	সালাতের ধারাবাহিক বিবরণ	৭৫
পরিচ্ছেদ	ঃ	কিরাত	৯০.
পঞ্চম অনুচ্ছেদ	ঃ	ইমামত	৯৫.
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ	ঃ	সালাতের মধ্যে হাদাছ হওয়া	১০৩

শিরোনাম			পৃষ্ঠা
সপ্তম অনুচ্ছেদ	ঃ	যা সালাতকে ভংগ করে এবং যা সালাতকে মাকরূহ করে	১০৯
পরিচ্ছেদ	ঃ	সালাতের মাকরূহ	১১৪
পরিচ্ছেদ	ঃ	পায়খানায় কিবলামুখী বসা	১১৭
অষ্টম অনুচ্ছেদ	ঃ	সালাতুল বিত্‌র	১১৮
নবম অনুচ্ছেদ	ঃ	নফল সালাত	১২০
পরিচ্ছেদ	ঃ	কিরাত সংক্রান্ত	১২১
পরিচ্ছেদ	ঃ	কিয়ামে রমাযান	১২৬
দশম অনুচ্ছেদ	ঃ	জামা'আত পাওয়া	১২৭
একাদশ অনুচ্ছেদ	ঃ	কাযা সালাত	১৩১
দ্বাদশ অনুচ্ছেদ	ঃ	সাজদায়ে সাহ্‌ও	১৩৫
ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ	ঃ	অসুস্থ ব্যক্তির সালাত	১৪২
চতুর্দশ অনুচ্ছেদ	ঃ	তিলাওয়াতের সাজদা	১৪৬
পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ	ঃ	মুসাফিরের সালাত	১৫০
ষোড়শ অনুচ্ছেদ	ঃ	সালাতুল জুমুআ	১৫৫
সপ্তদশ অনুচ্ছেদ	ঃ	দুই ঈদের বিধান	১৬১
পরিচ্ছেদ	ঃ	তাকবীরে তাশরীক	১৬৪
অষ্টাদশ অনুচ্ছেদ	ঃ	সালাতুল কুসূফ	১৬৬
উনবিংশ অনুচ্ছেদ	ঃ	ইসতিসকার সালাত	১৬৭
বিংশ অনুচ্ছেদ	ঃ	ভয়কালীন সালাত	১৬৯
একবিংশ অনুচ্ছেদ	ঃ	সালাতুল জানাযা	১৭১
পরিচ্ছেদ	ঃ	কাফন পরান	১৭২
পরিচ্ছেদ	ঃ	মাইয়েতের উপর সালাত আদায়	১৭৪
পরিচ্ছেদ	ঃ	জানাযা বহন	১৭৭
পরিচ্ছেদ	ঃ	দাফন	১৭৭
দ্বাবিংশ অনুচ্ছেদ	ঃ	শহীদ	১৭৯
ত্রয়োবিংশ অনুচ্ছেদ	ঃ	কা'বার অভ্যন্তরে সালাত	১৮২

অধ্যায় ঃ যাকাত - ১৮৩

প্রথম অনুচ্ছেদ	ঃ	গবাদি পশুর যাকাত	১৯১
পরিচ্ছেদ	ঃ	উটের যাকাত	১৯১

শিরোনাম			পৃষ্ঠা
	পরিচ্ছেদ	ঃ গরুর যাকাত	১৯২
	পরিচ্ছেদ	ঃ বকরীর যাকাত	১৯৪
	পরিচ্ছেদ	ঃ ঘোড়ার যাকাত	১৯৫
	পরিচ্ছেদ	ঃ যে সব পশুর ক্ষেত্রে যাকাত নেই	১৯৫
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ		ঃ সম্পদের যাকাত	২০১
	পরিচ্ছেদ	ঃ রূপার যাকাত	২০১
	পরিচ্ছেদ	ঃ স্বর্ণের যাকাত	২০২
	পরিচ্ছেদ	ঃ পণ্যদ্যব্যের যাকাত	২০৩
তৃতীয় অনুচ্ছেদ		ঃ উশর উসূলকারীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী	২০৫
চতুর্থ অনুচ্ছেদ		ঃ খনিজ-সম্পদ ও প্রোথিত-সম্পদ	২১০
পঞ্চম অনুচ্ছেদ		ঃ ফসল ও ফলের যাকাত	২১৪
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ		ঃ যাকাত-সাদাকা কাকে দেয়া জাইয বা জাইয নয়	২২০
সপ্তম অনুচ্ছেদ		ঃ সাদাকাতুল ফিত্‌র	২২৭
	পরিচ্ছেদ	ঃ সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ ও সময়	২৩০

অধ্যায় ঃ সিয়াম - ২৩৩

প্রথম অনুচ্ছেদ		ঃ যে কারণে কাযা ও কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়	২৪৪
	পরিচ্ছেদ	ঃ রোযা ভংগ	২৫১
	পরিচ্ছেদ	ঃ সে সিয়াম প্রসঙ্গে যা চান্দা নিজের উপর ওয়াজিব করে	২৬১
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ		ঃ ই'তিকাফ	২৬৪

অধ্যায় ঃ হজ্জ - ২৬৮

	পরিচ্ছেদ	ঃ ইহরামের স্থানসমূহ	২৭৪
প্রথম অনুচ্ছেদ		ঃ ইহরাম	২৭৬
	পরিচ্ছেদ	ঃ উকুফের সাথে সংশ্লিষ্ট	৩০১
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ		ঃ কিরান	৩০৬
তৃতীয় অনুচ্ছেদ		ঃ হজ্জে তামাত্তু	৩১১
চতুর্থ অনুচ্ছেদ		ঃ অপরাধ ও ত্রুটি	৩২০
	পরিচ্ছেদ	ঃ ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী-সম্ভোগ	৩২৭
	পরিচ্ছেদ	ঃ তাহারাত ব্যতীত তাওয়াফ সংশ্লিষ্ট বিষয়	৩৩০
	পরিচ্ছেদ	ঃ শিকার	৩৩৬

শিরোনাম			পৃষ্ঠা
পঞ্চম অনুচ্ছেদ	ঃ	ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা	৩৫২
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ	ঃ	ইহরামের সম্পর্ক সম্বন্ধে	৩৫৬
সপ্তম অনুচ্ছেদ	ঃ	অবরুদ্ধ হওয়া	৩৬০
অষ্টম অনুচ্ছেদ	ঃ	হজ্জ ফউত হওয়া	৩৬৪
নবম অনুচ্ছেদ	ঃ	অপরের পক্ষে হজ্জ করা	৩৬৬
দশম অনুচ্ছেদ	ঃ	হাদী সম্পর্কে	৩৭২

বিবিধ মাসআলা - ৩৭৭

মহাপরিচালকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

আল-হিদায়া হানাফী মাযহাবের একটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, নির্ভরযোগ্য এবং জনপ্রিয় প্রামাণ্য ফিকাহ্ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রণেতা শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইব্ন আবূ বকর ৫১১ হিজরী মোতাবেক ১১১৭ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্তানের মারগীনান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ৫৯৩ হিজরী মোতাবেক ১১৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন।

অসাধারণ প্রতিভাধর বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইব্ন আবূ বকর (র) ছিলেন একাধারে হাফেজে কুরআন, মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, ফকীহ্ এবং নীতিশাস্ত্রবিদ।

হিজরী ষষ্ঠ (দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দ) শতকে রচিত এই গ্রন্থটির বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা লেখকের ব্যাপক ও গভীর পাণ্ডিত্য, ফিকাহ্ শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তির স্বাক্ষর বহন করে। বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইব্ন আবূ বকর (র)-এর সুদীর্ঘ ১৩ বছরের পরিশ্রমের ফসল 'এই 'আল-হিদায়া'ই তাঁকে বিশ্বের দরবারে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। তিনি তাঁর এই গ্রন্থটিতে অতি নিপুণভাবে সংক্ষিপ্ত বাক্যে গভীর ও ব্যাপক ভাব প্রকাশ করেছেন।

আল-হিদায়া ইসলামী আইন শাস্ত্রের একখানি নির্ভরযোগ্য মৌলিক গ্রন্থ। গ্রন্থকার বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইব্ন আবূ বকর (র) তাঁর এই গ্রন্থখানিতে ইসলামী আইনের বিভিন্ন ধারা ও উপধারায়, ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য ইমামের মতামত, দলিল-প্রমাণসহ উপস্থাপন করেছেন।

হানাফী মাযহাবের রায় ও সিদ্ধান্তসমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করে এসবের সমর্থনে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের এমন সব অকাট্য প্রমাণ পেশ করেছেন, যাতে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত এবং রায়সমূহই সঠিক, অধিক গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত প্রমাণিত হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন এই মূল্যবান গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে চার খণ্ডে প্রকাশ করেছে। এর প্রথম খণ্ডটি ১৯৯৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশের সল্প সময়ের মধ্যে এর সকল কপি বিক্রি হয়ে যায়। ব্যাপক পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে এবার এর ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এ মূল্যবান গ্রন্থটির বিজ্ঞ অনুবাদক, সম্পাদক এবং গ্রন্থখানি প্রকাশনার ক্ষেত্রে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই অসাধারণ কাজের জন্য বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইব্ন আবূ বকর (র)-কে আল্লাহ তা'আলা জান্নাত নসীব করুন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

بسمِ اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلامُ على سيد المرسلين
واله وصحبه أجمعين .

আল-হিদায়া হানাফী মাযহাবের একটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ ফিকাহ্ গ্রন্থ। ইমাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইব্ন আবূ বাকর (র) কর্তৃক দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রণীত এই মহামূল্যবান গ্রন্থটি ইসলামী আইনের মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে সমাদৃত হয়ে আসছে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম আইনের ভাষ্য হিসেবে পঠিত হচ্ছে।

আমাদের জানামতে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এ পর্যন্ত গ্রন্থটির ৩৬টি ভাষ্য, ৯টি টীকা ভাষ্য, ৫টি সার-সংক্ষেপ এবং ১৬টি পরিশিষ্ট রচিত হয়েছে। বৃটিশ শাসনামলে মুসলিম আইন প্রণয়ন এবং আইন শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে বাংলার তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের নির্দেশে জর্জ হ্যামিল্টন এ মূল্যবান গ্রন্থটি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন।

বিশ্বের বহু ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশিত হলেও বাংলা ভাষায় ইতোপূর্বে এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। এই অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর অনুবাদ কার্যক্রম গ্রহণ করে। আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা ইতোমধ্যে এর অনুবাদের কাজ সমাপ্ত করে চার খণ্ডে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। প্রথম খণ্ডটি ১৯৯৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যে সকল কপি বিক্রি হয়ে যায়। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার এর ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

গ্রন্থটির এই খণ্ডের অনুবাদক মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ্, সম্পাদনা পরিষদের সদস্য মাওলানা ওবায়দুল হক, ড. কাজী দীন মুহম্মদ এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করা হয়েছে। তবুও সম্মানিত পাঠকদের কাছে কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়লে অনুগ্রহ করে আমাদের তা অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

যুগ জিজ্ঞাসার জবাবে ইসলামী আইনশাস্ত্রের এই মূল্যবান গ্রন্থটি আমাদের প্রভূত সহায়ক হবে, এ আমাদের প্রত্যাশা। মহান আল্লাহ্ আমাদের এ প্রয়াসকে কবুল করুন, আমীন !

ড. সৈয়দ শাহ্ এমরান
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায়
ইসলামিক ফাউন্ডেশন